নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দা'ওয়াত ও তাবলীগ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

নবী-রসূলগণের দাওয়াতের লক্ষণ ও নিদর্শন

১. তাওহীদ দ্বারা দা'ওয়াত আরম্ভ করা এবং তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি প্রদান করা।

২. আল্লাহর অহিকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং তার অনুসরণ করা। যেমন:

(ক) প্রকাশ্যে ও গোপনে আনুসরণ এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা।

(খ) আপোসে মতানৈক্য ও দ্বিমত হলে ফয়সালার জন্য একমাত্র অহির দিকেই ফিরে আসা।

(গ) যেই হোক না কেন তাদের সবার কথা ও কাজের উপরে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া।

৩. শরীয়তের সঠিক জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা। চাই তা ফিকহে আকবর তথা মূল ও আকীদা বিষয়ে হোক বা ফিকহে আসগার তথা বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে হোক।

৪. প্রয়োজনে দাওয়াতের সমর্থনে শরীয়ত সম্মত শর্তানুযায়ী। সাহায্যকারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

৫. সবকিছু সুস্পষ্ট হওয়া এবং গোপনীয়তা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকা। যেমন:

(ক) আকীদাতে।

(খ) পদ্ধতি ও সিলেবাসে।

(গ) দা'ওয়াত ও তাবলীগে।

৬. ইসলাম ও সুন্নতের দিকে সম্পর্ক স্থাপন করা। নিজেদের বানানো কোন প্রকার লকব উপাধি ও অন্যান্য কোন আলামত বা নামের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া। যেমন: কাদেরীয়া, খারেজিয়া, আশ'আরীয়া, মাতুরিদিয়া, নকশাবন্দিয়া, চিশতিয়া, বাতেনিয়া, আকবরিয়া, কাদয়ানী, দেওবন্দী, বেরলবী, মু'তাজেলী, সূফী, তাবলিগী ও এখওয়ানী ইত্যাদি। শরীয়তে যে সকল শ্লোগান ও উপাধির নাম নেই সে সকল নতুন নতুন বিদাতী নাম ও উপাধির আবিস্কার ও উদ্ভাবন এবং সৃষ্টি করা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।

৭. জামাতবদ্ধ থাকা এবং দলাদলি হতে দূরে থাকা। আর সত্য দলের মাপকাঠি হচ্ছে হক তথা একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ড এবং তা সাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী বুঝা এবং আমল করা।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাঃ] বলেন:

الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ

“জামাত হলো যা হকের (কুরআন সুন্নাহর) সঙ্গে মিলে যদিও তুমি একাকী হও না কেন।" [শারহু আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাহ ইমাম লালকাযী: ১/১৬৩]

দলাদলির অপকারিতা:

নিরাপত্তার স্থানে ভয় ও ভীতি।

পেটের পরিভূক্তির পরিবর্তে ক্ষুধা।

সম্মান ও ইজ্জত নষ্টকরণ।

ছিনতাই ও ডাকাতি।

মূর্খদের প্রভাব বিস্তার।

অজ্ঞতার প্রসার লাভ ও জাহেলদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা।

শারয়ী জ্ঞানের হ্রাস ও সঠিক আলেমদের অসম্মান ও পরিচয় না জানা।

৭. ইসলামের শক্তি খর্ব ও মানুষের কাছে সঠিক দ্বীন অপরিচিত হওয়া।

৮. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নির্দেশের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ না করা।

৯. সুদৃঢ় নীতিমালার ভিত্তিতে শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝার পথ অবলম্বন না করা।

১০. আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়িয়ে ধরতে না পারা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15133

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন